সুপ্রভাত বাংলাদেশ

অতিথি পাখি শিকার নিষিদ্ধ। কিন্তু তা মানছে না কেউ। দেশের বিভিন্ন এলাকায় শীতের পাখি নিধনযজ্ঞ চলছে অবাধে। তবে আগের মতো ঘটা করে বন্দুক বা এয়ারগান দিয়ে নয়, এখন পাখি নিধন চলছে নীরবে ফাঁদ পেতে কিংবা বিষটোপ ফেলে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ফাঁকি দিতে অসাধু পাখি শিকারিরা বিষটোপ ব্যবহারকে সুবিধাজনক মনে করছে। বিষটোপ গিলে বেড়াতে আসা অতিথি পাখি ছটফট করে মরছে। আর সেই মৃত পাখি জবাই করে মুরগির রক্ত মেখে 'জবাই করা' পাখি হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে। বিষয়টি দু'দিক থেকেই আতংকজনক। একদিকে শীতে বেড়াতে আসা অতিথি পাখি বধ করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে, অপরদিকে বিষক্রিয়ায় মৃত পাখির মাংস খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিষ প্রয়োগে শুধু পাখিই শিকার নয়, মাছও শিকার করা হচ্ছে। কীটনাশক হিসেবে আমদানি করা বিষ এখন দেশের সর্বত্র দেদারসে ব্যবহার হচ্ছে মাছ ও পাখি শিকারে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিষ নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে তা যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। পাখির ঠোঁটেও আজ বিষটোপ। জনস্বার্থে বিষের এই ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে– এ প্রত্যাশায় সুপ্রভাত বাংলাদেশ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জরিপ

পুলিশ ও নিম্ন আদালত সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত

এক বছরে পুলিশ ঘুষ নিয়েছে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা ● নিম্ন আদালত সংশ্লিষ্টরা ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হল পুলিশ ও নিম্ন আদালত। গত এক বছরে পুলিশ জনগণের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এ সময়ে নিম্ন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ঘুষ নিয়েছে ১ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'দক্ষিণ এশিয়ার দুর্নীতি' শীর্ষক জরিপে এই ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জরিপে ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালেও সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পুলিশ ও নিম্ন আদালত।

জরিপে বলা হয়েছে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশে সর্বাধিকসংখ্যক ৮৩ দশমিক ৬১ ভাগ মানুষ পুলিশের দুর্নীতির শিকার হন। এর পরই রয়েছে নিম্ন আদালত। সেখানে গিয়ে কাজের জন্য ৭৫ দশমিক ৩২ ভাগ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোয় কর্মরত ট্রান্সপারেন্সির বিভিন্ন শাখা একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আলোকে ৭টি সরকারি সেবাদানকারী খাতের ওপর এক খানা (হাউজহোল্ড) জরিপ পরিচালনা করে। দেশব্যাপী পরিচালিত জরিপের অন্যান্য খাত হচ্ছে ভূমি প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও কর বিভাগ। দুর্নীতির ধরন ও বিস্তার, কীভাবে ও কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে, দুর্নীতি ও তার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে খানা বা হাউজহোল্ডের ধারণা বের করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের ট্রান্সপারেন্সির শাখাগুলো একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের ওপর ভিত্তি করে এই জরিপ চালায়।

গতকাল মঙ্গলবার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হল ভূমি প্রশাসন। এই খাতে সেবা গ্রহণ করতে আসা লোকদের মধ্যে ৭২.৭৮ ভাগ মানুষ দুর্নীতির শিকার হন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও কর বিভাগে সেবা নিতে ঘুষ দিয়েছেন যথাক্রমে ৫৫.৫৩ ভাগ, ৩৯.৭৩ ভাগ, ৩২.০০ ভাগ এবং ১৯.২৫ ভাগ মানুষ। ৭টি খাতে যারা সেবা গ্রহণ করতে গেছেন এবং যারা সেবা নিতে যাননি এমন উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে কোন খাতটি সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এই বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে ৩৯ ভাগ পুলিশ বিভাগকে, ২১ ভাগ স্বাস্থ্য বিভাগকে, ১০ ভাগ ভূমি প্রশাসন বিভাগকে, ৬.৭৭ ভাগ বিচার ব্যবস্থাকে এবং ৫.৭৭ ভাগ শিক্ষা বিভাগকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করেন।

টিআইবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত এক বছরে সরকারি ৯টি খাত থেকে সেবা নিয়েছেন এমন খানার সদস্যদের ওপর গবেষণা জরিপটি পরিচালনা করা হয়। উল্লেখিত ৭টি খাতের বাইরে অন্য খাতটি হল কৃষি ব্যাংক। প্রায় সব ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সরাসরি অথবা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ঘুষ দাবি করেন। খুবই কমসংখ্যক সেবা প্রদানকারী নিজে সরাসরি ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব করেন। সব ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য জনগণ প্রধানত জবাবদিহিতার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

জরিপ রিপোর্টে বলা হয়, মিথ্যা গ্রেফতার ও হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিতে গিয়ে ৯৫.৬৫ ভাগ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়। ৯০.৯১ শতাংশ জনগণ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে গিয়ে, ৮৭.৬২ ভাগ অভিযোগ দাখিল করতে গিয়ে এবং ৭৫ ভাগ অন্যান্য পুলিশি কাজে দুর্নীতির শিকার হন। জরিপে দেখা যায়, যেসব খানা বা পরিবার পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে ঘুষ দিয়েছেন তাদের গড়ে ৯ হাজার ৬৭৫ টাকা করে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। এই হিসাবে গত এক বছরের মধ্যে সাহায্যপ্রার্থী জনগণের কাছ থেকে পুলিশ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঘুষ নিয়েছেন ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত নিম্ন আদালতের সেবা গ্রহণ করেতে যাওয়া লোকদের মধ্যে ৭৫.৩২ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হন। তারা আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৬৬ শতাংশ কর্মচারী, ১৩ শতাংশ পিপি (সরকারি আইনজীবী), ১০ শতাংশ বিপক্ষ উকিল এবং ৮.৬২ শতাংশ ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘুষ দিয়েছেন। দুর্নীতির শিকার জনগণের প্রত্যেককে গড়ে অতিরিক্ত ৭ হাজার ৮০০ টাকা করে ব্যয় করতে হয়েছে। এ হিসেবে আদালত সংশ্লিষ্টরা এক বছরে ঘুষ নিয়েছেন ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা।

ভূমি প্রশাসন তৃতীয় দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। এই খাতের সেবা নিতে গিয়ে খানা সদস্যদের গড়ে ৩ হাজার ৫০৯ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। এই হিসেবে ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক বছরে ১ হাজার ৫১৫ টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে। মিউটেশনের কাজে গড়ে ২ হাজার ২৮৩ টাকা, খাস জমি পাওয়ার জন্য গড়ে ২ হাজার ১২৯ টাকা, ভূমি জরিপ করার জন্য গড়ে ১ হাজার ৮৯৬ টাকা এবং স্ট্যাম্প কেনার জন্য গড়ে ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ১ হাজার ৮২৪ টাকা করে ঘুষ দিতে হয়েছে। ভূমি প্রশাসনের ৪৩ শতাংশ সার্ভেয়ার, ২৭ শতাংশ তহসিলদার, ১৩.৬ শতাংশ রাজস্ব কর্মকর্তা, ১২ শতাংশ দলিল লেখক ও ৬ শতাংশ স্ট্যাম্প ভেন্ডারের হাতে খানা সদস্যরা দুর্নীতির শিকার হন।

স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা খানা সদস্যদের ৪৭.৫৬ শতাংশ হাসপাতালে 'বিকল্প' প্রক্রিয়ায় ভর্তি হন। সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ বেড পাওয়ার জন্য, ১৯ শতাংশ ওষুধ পেতে, ১৬.৪০ শতাংশ এক্স-রে করাতে, ১৩.৬২ শতাংশ প্যাথলজিক্যাল টেস্টের জন্য এবং ৩ শতাংশ রক্ত পেতে অতিরিক্ত টাকা দিয়েছেন বলে জানান। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে খানা প্রতি ১ হাজার ৮৪৭ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে। এই হিসাবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে গত এক বছরে জনগণের প্রায় ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। চিকিৎসা নিতে আসা জনগণ ৫৬ শতাংশ ডাক্তার দ্বারা, ৩৬ শতাংশ হাসপাতাল স্টাফ এবং ৫ শতাংশ নার্সের হাতে

দুর্নীতির শিকার হন।
শিক্ষা খাতে খানা সদস্যদের ৮৭ শতাংশ শিক্ষকের হাতে দুর্নীতির শিকার হন। যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তির পর দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদেরকে বছরে গড়ে মাথাপিছু ৭৪২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। ২০০০ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী আছে। এ হিসাবে এক বছরে শিক্ষা বিভাগের অনিয়মের কারণে দেশের ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ৯২০ কোটি টাকা।
বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে সেবা নিতে গিয়ে খানা সদস্যদেরকে গড়ে বছরে ৯৫০ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। এ হিসাবে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে ১৮২ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে। বৈধ ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ, যথাযথভাবে সরবরাহ পাওয়া, বিল পরিশোধ, ওভার বিল এবং খেলাপি বিলের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়ার পর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজের জন্য যারা এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে গিয়েছেন তাদের মধ্যে ৩২ শতাংশই দুর্নীতির শিকার হয়েছেন বলে জানান।
যেসব খানা কর দিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হন তাদেরকে গড়ে ৩১৮ টাকা করে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। এ হিসাবে দেখা যায়, কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বছরে ১২ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে। কর পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা খানা সদস্যরা দুর্নীতির শিকার হন। অপরদিকে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য ৬৭.৮ শতাংশ আবেদনকারীকে কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিতে হয়।
টিআইবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারা মনে করেন স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ, প্রশাসনিক সংস্কার, নীতি-নির্ধারকদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সর্বোপরি দুর্নীতি-বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যে টিআইবি ইতিমধ্যে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাবেক ও কর্মরত শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। দুর্নীতি রোধের কৌশল বের করার লক্ষ্যে আগামীতে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের সদস্যদের সঙ্গে টিআইবি আলোচনা চালিয়ে যাবে।

অপারেশন ক্লিন হার্ট ঢাকায় কলেজ ছাত্র চট্টগ্রামে তরুণের মৃত্যু

যুগান্তর রিপোর্ট

সন্ত্রাস দমনে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' নামে চলমান সেনা অভিযানকালে আটক আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ঢাকায় তেজগাঁও কলেজের ছাত্র মীর জহির হোসেন রবিন (২০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে। হাসপাতালে আট দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গত সোমবার রাতে সে মারা যায়। অন্যদিকে চট্টগ্রামে সেনা হেফাজতে বিত্তশালী পরিবারের পুত্র আবু তারেক ওরফে রুবেল (২৪) সোমবার রাত সাড়ে ৯টায় মারা গেছে। দু'যুবকের বিরুদ্ধে থানায় কোন অভিযোগ ছিল না।
রাজধানীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতারকৃত তেজগাঁও কলেজের ছাত্র মীর জহির হোসেন রবিন (২০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সোমবার রাত সোয়া ১টায় মারা যায়। রবিনের পারিবারিক সূত্র বলেছে, রবিনের পিতা মীর মোহাম্মদ হোসেন পল্লবীর বিএনপি নেতা। তাকে ধরতে গিয়ে বাসায় না পেয়ে সেনা সদস্যরা তার পুত্র রবিনকে ধরে নিয়ে নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। একই রাতে সেনা সদস্যদের আটক করা আরও দুই যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
নিহত রবিনের পরিবার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পল্লবী থানা সূত্রে জানা গেছে, রবিন তেজগাঁও কলেজের মানবিক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার পিতা মীর মোহাম্মদ হোসেন ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি। ৪ ডিসেম্বর রাত ১টার দিকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা মোহাম্মদ হোসেনকে গ্রেফতারের জন্য মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সি ব্লকে ১৭ নম্বর লাইনে ১ নম্বর বাসায় অভিযান চালায়। পিতাকে বাসায় না পেয়ে সেনা সদস্যরা ঘুম থেকে জাগিয়ে তার পুত্র রবিনকে নিয়ে যায়। ওই রাতে ১২ নম্বর সেকশনের উত্তর কালশি থেকে মহসিন (২৫) এবং শওকত হোসেন টিটু (২৬) নামে আরও দুই যুবককে আটক করা হয়। তিনজনকে চার দিন সেনা হেফাজতে রাখার পর ৮ ডিসেম্বর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাদের পল্লবী থানায় সোপর্দ করা হয়। এ ব্যাপারে সেনা সদস্যরা পল্লবী থানায় একটি জিডি করে (নম্বর-৮৯৮, তারিখ-৮/১২/০২)। জিডিতে মহসিন ও টিটুকে চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হলেও রবিনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লেখা ছিল না। সেনা সদস্যরা তিনজনকে থানায় সোপর্দ করার পর তাদের অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ ৮ ডিসেম্বর তিনজনকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। আট দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে রবিন সোমবার রাতে মারা যায়। মহসিন ও টিটুর অবস্থাও আশংকাজনক বলে জানা গেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে গতকাল রবিনের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এর আগে দুপুর ১টায় ম্যাজিস্ট্রেট আবুল কাশেমের উপস্থিতিতে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, রবিনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল।
রবিনের আত্মীয়-স্বজনরা বলেছেন, রবিনের পিতা মীর মোহাম্মদ হোসেন স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় তার কিছু শত্রু-মিত্র রয়েছে। কিন্তু রবিনের কোন শত্রু ছিল না। সে নির্দোষ।
রবিনের পিতা মীর মোহাম্মদ হোসেন জানান, তার ছেলের বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা ছিল না। তাকে বাসায় না পেয়ে তার নির্দোষ ছেলেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত রবিনকে কোথায় রাখা হয়েছিল তার পরিবারকে তাও জানতে দেয়া হয়নি। রবিনের ফুফু জহুরা বেগম, মামাত ভাই ইমতিয়াজ ও চাচাত ভাই মীর আকরাম জানান, ৪ ডিসেম্বর থেকে অনেক চেষ্টা করেও রবিনের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি। ৮ ডিসেম্বর পল্লবী থানা পুলিশ বাসায় এসে জানায়, রবিনকে অসুস্থ অবস্থায় সেনা সদস্যরা থানায় সোপর্দ করেছে। তখন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৪ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে রবিন ছিল দ্বিতীয়। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাদের গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার উত্তর বেতকা গ্রামে।
চট্টগ্রাম : চট্টগ্রামে সেনা হেফাজতে বিত্তশালী পরিবারের এক পালিত পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তার নাম আবু তারেক ওরফে রুবেল (২৪)। গত সোমবার বিকালে সেনা সদস্যরা তাকে বোয়ালখালীর চরণদ্বীপে তার বাড়ি থেকে আটক করে। এর পর রাত সাড়ে ৯টায় সে মারা যায়। তবে মৃত্যু নিয়ে পুলিশ এবং সেনা কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছে। পুলিশ বলছে, ওই যুবককে সেনা সদস্যরা মুমূর্ষু অবস্থায় থানা কম্পাউন্ডে ফেলে যায়। এরপর তারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে সেনা কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা ওই যুবককে সুস্থ অবস্থায় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
বোয়ালখালী প্রতিনিধি জানান, চট্টগ্রামে সেনা হেফাজতে মৃত আবু তারেক ওরফে রুবেলের (২৪) পিতার নাম আবদুল আজিজ এবং তার পালক পিতার নাম আলহাজ আবুল কাশেম। পশ্চিম চরণদ্বীপ এলাকার বিশাল ধন-সম্পদের মালিক আবুল কাশেম তাকে লালন-পালন করেন। সেখানে সে বড় হয়। তার নানার বাড়ি উপজেলার বেঙ্গুরা এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সেনা সদস্যের একটি দল বিকাল ৪টার দিকে পশ্চিম চরণদ্বীপ এলাকায় দুর্ধর্ষ ডাকাত ঝন্টুকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চালায়। অভিযানকালে সেনা সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই সময় সেনা সদস্যদের দেখে রুবেল দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে জাপটে ধরে ফেলে সেনা সদস্যরা। তবে তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা